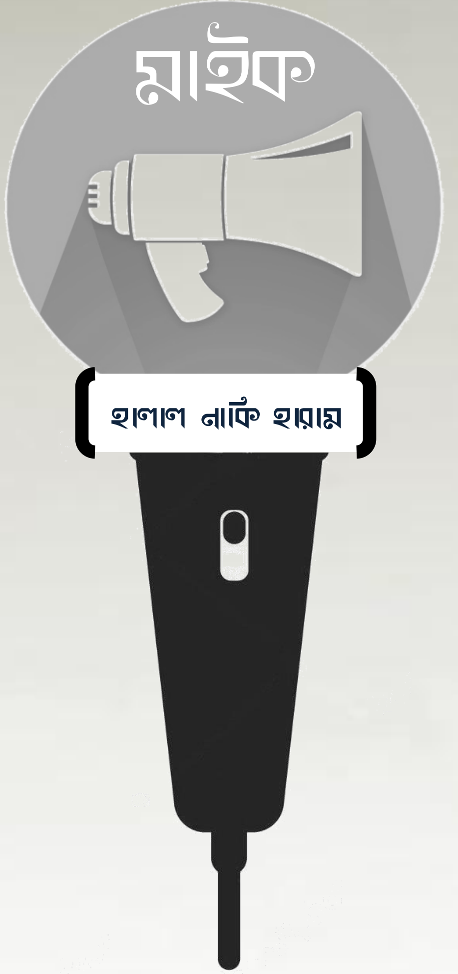

কিছু নির্দেশিকা।

এখানে কেবল কুরআন, সুন্নাহ এবং আহলুস সুন্নাহর ইমামদের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, যাদের ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ দাবীদার কারও (দেওবন্দী, বেরেলভী, জামাত-শিবির, আহলে হাদিস, সালাফী ইত্যাদি) মধ্যে বিভেদ নেই। যাদেরকে আহলুস সুন্নাহ দাবীদার সকলেই গ্রহণ করেন। যেমনঃ ইমাম আবু হানিফা (রহ), ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ) ইমাম ইবনে কাসীর (রহ), ইমাম কুরতুবী (রহ), ইমাম ইবনে কুদামাহ (রহ), ইমাম শাওকানী (রহ), কাযী আয়ায (রহ) প্রমুখ।

ইফা: ইসলামিক ফাউন্ডেশন (অর্থাৎ ইসলামিক ফাউন্ডেশন এর অনুবাদ)।

উক্ত প্রবন্ধটি যথাসাধ্য ভুলত্রুটিমুক্ত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও মানুষ ভুলের ঊর্ধ্বে নয়। তাই এখানে যদি কোন ভুল-ত্রুটি থাকে, তাহলে সংশোধনের জন্য সাহায্য করবেন। এখানে কুরআন, হাদিসের আরবী দেওয়া হয় নি, লেখা সংক্ষিপ্ত করার জন্য। তবে পৃষ্ঠা, নাম্বার দেখে সহজেই যাচাই করে নিতে পারবেন, ইনশাআল্লাহ্।

আল বায়ান মিডিয়া

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার, যিনি অফুরন্ত নিয়ামত দানকারী এবং জরাজীর্ণ ও বিলীন হবার পর সৃষ্টজীবকে পুনরুত্থানকারী।

সলাত ও সালাম নাবী মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ (ﷺ) এর প্রতি এবং তাঁর সম্মানিত পরিবার-পরিজন ও সাহাবীদের (রাঃ) প্রতি।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহর ছাড়া কারও বিধান দেওয়ার ক্ষমতা নেই"। [সূরা ইউসুফঃ ৪০] তিনি আরও বলেন, "তোমাদের মুখ থেকে সাধারনতঃ যেসব মিথ্যা কথা বের হয়ে আসে তেমনি করে তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে বল না যে, এটা হালাল এবং ওটা হারাম। নিশ্চয় যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে, তারা কক্ষনো কল্যাণ লাভ করতে পারবে না"। [সূরা নাহল: ১১৬]

আওফ বিন মালিক আশজাঈ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ''আমার উম্মত সত্তরাধিক (তিয়াত্তর) ফির্কায় বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে বড় ফিতনা (ও ক্ষতি)র কারণ হবে এমন একটি সম্প্রদায়, যারা নিজ রায় দ্বারা সকল ব্যাপারকে 'কিয়াস' (অনুমান) করবে; আর এর ফলে তারা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে।'' [আল-ইবানাহ, ইবনে বাত্ত্বাহঃ ১/৩৭৪, হাকেমঃ ৪/৪৩০, মাজমাউয যাওয়াইদঃ ১/১৭৯]

সাহল ইবনু হুনায়ফ (রাঃ) বলেন, হে লোকেরা! দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের নিজস্ব মতামতকে গ্রহণযোগ্য মনে করো না। [সহীহ বুখারী: ৬৮১০ (ইফা)] 'আলী (রাঃ) বলেন; দ্বীনের মাপকাঠি যদি রায়ের (মানুষের অভিমত ও বিবেক-বিবেচনার) উপর নির্ভরশীল হত, তাহলে মোজার উপরিভাগের চেয়ে নীচের (তলার) দিক মাসাহ্‌ করাই উত্তম হত। অথচ আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে তাঁর (পায়ের) মোজাদ্বয়ের উপরিভাগ মাসাহ্‌ করতে দেখেছি। [আবু দাউদ: ১৬২ (ইফা), মুসনাদে আহমাদঃ ৭৩৭, ১২৬৩, সুনান দারিমী; অধ্যায়ঃ পবিত্রতা, অনুঃ জুতার উপর মাসাহ্‌ করা, হাঃ ৭১৫]

এজন্য উম্মাহর নিকট অপরিচিত বিষয় উপস্থাপনকারীকে অবশ্যই ইমাম, ফকীহ, মুজতাহিদ হতে হবে। আর আহলুস সুন্নাহর ইমামদের নিকট মুজতাহিদের যোগ্যতার অপরিহার্য বিষয়সমূহ হলঃ (১) কুরআন এবং সুন্নাহ সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান থাকতে হবে। এটা বলতে আসলে এটা বুঝায় না যে, তার সকল সুন্নাহ কণ্ঠস্থ থাকতে হবে; বরং এই যোগ্যতা থাকা যথেষ্ট যে, তিনি সুন্নাহগুলিকে তাদের বইগুলিতে খুঁজে পেতে সক্ষম এবং সুন্নাহগুলির ভাষ্য এবং বিষয়বস্তুর সঙ্গে সুপরিচিত, বিশেষ করে প্রধানতম হাদীসের সংকলন সমুহ। এছাড়াও তার হাদীসের সহীহ, যয়ীফের জ্ঞান থাকতে হবে। (২) ইজমার (ঐক্যমত্য) বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। (৩) আরবি ভাষায় ভাল দক্ষ হতে হবে। এর মানে এটা নয় যে, আরবী মুখস্থ থাকলেই হবে; বরং তাকে আরবী ভাষা, ব্যাকরন এবং তার গঠন বুঝতে পারার যোগ্যতা থাকতে হবে। (৪) উসুলে ফিকহ (ইসলামী আইনশাস্ত্র এর মূলনীতি) ও (কুরআন সুন্নাহর আলোকে) কিয়াসের জ্ঞান থাকতে হবে, কারণ এগুলো হল শরয়ী সিদ্ধান্ত প্রদানের জন্য ভিত্তি। (৫) মানসুখ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে এবং কি কি বিষয় মানসুখ হয়েছে তা জানতে হবে। [ইরশাদ আল ফুহুল: ২/২৯৭-৩০৩ (ইমাম শাওকানী), শারহুল কাওকাবিল মুনীরঃ ৪/৪৫৯-৪৬৬ (ইবনুন নাজ্জার)]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি না জেনে ফতোয়া দেবে, তার গুনাহ ফতোয়া প্রদানকারীর উপর বর্তাবে। [আবু দাউদ: ৩৬১৫, ৩৬১৬ (ইফা), মুসনাদে আহমাদঃ ৮০৬৭, ৮৫৫৮; দারিমীঃ ১৫৯, ইবনে মাজাহ: ৫৩, মিশকাতঃ ২৪২]

মুসলিমদের ৩ পবিত্র স্থান; মাসজিদ আল হারাম, মাসজিদ আন নববী, মাসজিদ আল আকসা এবং ঈসা (আঃ) সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের যে মাসজিদে অবতরণ করবেন সেখানেও মাইক ব্যবহৃত হচ্ছে। এই ব্যাপারে কারও দ্বিমত নেই, কেবল আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের কিছু ব্যক্তির ছাড়া। এখন প্রশ্ন হচ্ছে; মাসজিদ আল হারাম, মাসজিদ আন নববী, মাসজিদ আল আকসা, সিরিয়া কি শারীয়াহর দালীল...???

উত্তর হচ্ছে, অবশ্যই দালীল। মাসজিদ আল হারাম, মাসজিদ আন নববী, মাসজিদ আল আকসা হল মুসলিমদের প্রধান মাসজিদ। রাসুল (ﷺ) বলেন, "অপরিচিতের ন্যায় ইসলাম শুরু হয়েছিল, অচিরেই তা আবার অপরিচিত অবস্থায় ফিরে যাবে। সাপ যেমন সংকুচিত হয়ে তার গর্তে প্রবেশ করে, তদ্রুপ ইসলামও দুই মসজিদের (মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুন নববী) মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাবে"। [সহীহ মুসলিমঃ ২৭১ (ইফা)]

তিনি (ﷺ) আরও বলেন, "মাসজিদুল হারাম, মাসজিদুর রাসূল (মাসজিদে নববী) এবং মাসজিদুল আক্সা (বায়তুল মুকাদ্দাস) তিনটি মসজিদ ব্যাতীত অন্য কোন মসজিদের (সওয়াবের) উদ্দেশ্যে হাওদা বাঁধা যাবে না (অর্থাৎ সফর করবে না)"। [সহীহ বুখারীঃ ১১১৬ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৩২৫৪ (ইফা)] "মাসজিদুল হারাম ব্যতীত অপরাপর মসজিদের সলাত অপেক্ষা আমার মসজিদের সলাত হাজার গুণ শ্রেষ্ঠ (ফাযীলাতপূর্ণ)। অন্যান্য মসজিদের সালাতের তুলনায় মাসজিদুল হারামের সলাত এক লক্ষ গুণ উত্তম (ফাযীলাতপূর্ণ)"। [ইবনে মাজাহঃ ১৪০৬, মুসনাদে আহমাদ ১৪২৮৪, ১৪৮৪৭] "মাসজিদুল হারাম ব্যাতীত আমার এ মসজিদে সলাত আদায় করা অপরাপর মসজিদে এক হাজার সলাত এর চাইতে উত্তম। [সহীহ বুখারীঃ ১১১৭ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৩২৪০ (ইফা)] "বায়তুল মাকদিস অপেক্ষা আমার এই মসজিদে নামায চারগুণ উত্তম। আর তা হল শ্রেষ্ঠ নামাযের স্থান।" [মুস্তাদরাক হাকেমঃ ৪/৫০৯, শু'আবুল ঈমান] "যে ব্যক্তি কেবলমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই ঐ মসজিদে (আল আকসা) উপস্থিত হবে, সে ব্যক্তি যেন ঐ দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। [নাসাঈঃ ৬৯৪, ইবনে মাজাহঃ ১৪০৮]

আর মাসজিদ আল হারামে তাওয়াফ, হাজরে আসওয়াদ চুম্বন ইত্যাদি হাজ্জের অংশ। মাইক যদি এমন বস্তু হয় যার দ্বারা শিরক সংগঠিত হচ্ছে, তাহলে সেখানে যারা সলাত আদায় করে, হাজ্জ করে, তারা সবাই মুশরিক হয়ে যাবে, তাদের সলাত, হাজ্জ কবুল হওয়া দূরের কথা...!!! কেননা যেখানে মূর্তি থাকে, সেখানে ইবাদাত করা যাবেনা। [সহীহ বুখারীঃ ২৯৫ নং পরিচ্ছেদ (ইফা)]

"দাজ্জাল মক্কা এবং মদীনায় প্রবেশ করতে পারবে না"। [সহীহ বুখারীঃ ১৭৫৮ (ইফা)] "মানুষ উঠে চড়ে ইলম অনুসন্ধান করবে, তবে মদীনার আলেমের চেয়ে অধিক বিজ্ঞ কোন আলেম তারা খুঁজে পাবে না।" [তিরমিযীঃ ২৬৮০ (ইফা), আল হাকেম: ৩০৭। ইমাম তিরমিযী (রহ) এর সনদ হাসান বলেছেন। কয়েকজন হাদিসটিকে কিছু ব্যক্তি ও কালের সাথে সাব্যস্থ করেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারে কোন ইজমা নেই। আর রাসুল (ﷺ) যা নির্দিষ্ট করেন নি তা কেউ করতে পারেনা। মতামত দিতে পারেন মাত্র]

সিরিয়া সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি তাঁকে ও লূতকে উদ্ধার করে সেই দেশে পৌঁছিয়ে দিলাম, যেখানে আমি বিশ্বের জন্যে কল্যাণ রেখেছি"। [সূরা আল আম্বিয়া: ৭১] "এবং সুলায়মানের অধীন করে দিয়েছিলাম প্রবল বায়ুকে; তা তাঁর আদেশে প্রবাহিত হত ঐ দেশের দিকে, যেখানে আমি কল্যাণ দান করেছি। আমি সব বিষয়েই সম্যক অবগত

রয়েছি। [সূরা আল আম্বিয়া: ৮১] রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, “মু’মিনদের বাড়ী হবে শাম (সিরিয়া) অঞ্চলে”। [মুসনাদে আহমাদঃ ৪/১০৪, সুনান দারিমীঃ ৫৫ সহীহ ইবনে হিব্বানঃ ৭৩০৭, ইবনে হিব্বান (রহ) একে সহীহ বলেছেন, সুনান নাসায়ীঃ ৩৫৬২ (ইফা), সুনানুল কুবরা]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'তোমাদের কাছে ইয়ামেনের অধিবাসীরা এসেছে, তাদের হৃদয় বড়ই কোমল। ঈমান রয়েছে ইয়ামেনবাসীদের মধ্যে, ফিকহ (ধর্মীয় প্রজ্ঞা) রয়েছে ইয়ামেনবাসীদের মধ্যে এবং হিকমতও রয়েছে ইয়ামেনবাসীদের মধ্যে। [সহীহ বুখারীঃ ৪০৪৮ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৮৮ (ইফা)]

হযরত ছওবান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল (ﷺ) বলেছেন, “যখন তোমরা দেখবে, কালো পতাকাগুলো খোরাসানের (আফগানিস্তান) দিক থেকে এসেছে, তখন তাদের সাথে যুক্ত হয়ে যেও। কেননা, তাদেরই মাঝে আল্লাহর খলীফা মাহাদী থাকবেন”। [মুসনাদে আহমাদ, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ২৭৭; কানজুল উম্মাল, খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ২৪৬; মিশকাত শরীফ, কিয়ামতের আলামত অধ্যায়, হাদিসঃ ৫১০৫, বায়হাকী]

মক্কা, মদীনা, ইয়েমেন, সিরিয়া, খোরাসানের কয়জন আলেম ইবাদাতে মাইক ব্যবহার শিরক, হারাম বলেছেন...??? রাসুল (ﷺ) বলেন, “আমার উম্মাত পথভ্রষ্টতার উপর ঐক্যবদ্ধ হবে না”। [তিরমিযীঃ ২১৭০ (ইফা), ইবনে মাজাহঃ ৩৯৫০] মাইকের ব্যবহার হালাল হওয়ার ব্যাপারে উম্মাহ একমত। ইমাম আবু হানিফা (রহ) বলেন, “ইজমা কেবল একই যুগে মুজতাহিদদের ভিতর সম্ভব”। ইমাম মালিক (রহ) আহলে মদীনার একমতকে ইজমা মনে করতেন। [আল মুস্তাসফাঃ ১/১৮৭] অতএব, উম্মাহর ঐক্যমতের বিরোধীতাকারীকে অবশ্যই ইমাম, ফকীহ, মুজতাহিদ হতে হবে। যার দ্বারা তিনি প্রমাণ করবেন মাইক ব্যবহার শিরক, হারাম।

রাসূল (ﷺ) বলেছেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মানুষের অন্তর থেকে ইলম হঠাৎ করে ছিনিয়ে নেবেন না। তবে তিনি আলিম শ্রেনীকে তুলে নিয়ে ইলম তুলে নেবেন। যখন কোন আলিম থাকবে না তখন লোকেরা মূর্খ লোকদের নেতা বানিয়ে নেবে। তাদের কাছে ফাতওয়া চাওয়া হবে এবং তারা না জেনে ফাতওয়া দিবে। এতে তারা (নিজেরাও) পথভ্রষ্ট হবে এবং (লোকদেরও) পথভ্রষ্ট করবে। [সহীহ বুখারী: ১০১ (ইফা), সহীহ মুসলিম: ৬৫৫২ (ইফা)]

প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি

আল্লাহ তা’আলা বলেন, “এবং তোমরা দেখতে পাও তার (সমুদ্রের) বুক চিরে নৌযান চলাচল করে এবং এটা এজন্য যে, তোমরা যেন তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং শোকর আদায় করতে পার”। [সূরা নাহলঃ ১৪] অর্থাৎ ঐসব নৌকা ও সামুদ্রিক জাহাজ, যেগুলো পানির ঢেউ ভেদ করে অতিক্রম করে। [ফাতহুল কাদীর] আমরা যে জাহাজ তৈরি করছি তা আল্লাহর নিয়ামত এবং এগুলো ব্যবহার করাও ইবাদাত, যার ফলে এগুলো ব্যবহারের জন্য আল্লাহর শোকর করতে বলেছেন। এই কারণে যানবাহনে আরোহণের সময় আমরা দু’আ পড়ি। অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদাত করার জন্য যন্ত্র ব্যবহারের অনুমতি স্বয়ং আল্লাহ তা’আলাই দিয়েছেন।

আল্লাহ তা’আলা আরও বলেন, “আর তিনি তোমাদের জন্য যমীনে যা সৃষ্টি করেছেন, বিচিত্র রঙের করে, নিশ্চয় তাতে সে সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা উপদেশ গ্রহণ করে”। [সূরা নাহল: ১৬] আসমানের বিভিন্ন চিহ্ন ও

নিদর্শনাবলীর প্রতি দৃষ্টি দেয়ার আহবান জানানোর পর এখানে মাটিতে যে আশ্চর্যজনক বিষয়াদি ও বিভিন্ন বস্তু রয়েছে যেমন, প্রাণী, উদ্ভিদ, জড় পদার্থ ইত্যাদি রং-বেরং এর ও বিভিন্ন উপকারী বস্তুসমূহ মানুষের উপকারের উদ্দেশ্যে জমিনে সৃষ্টি করেছেন। যারা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ নিয়ে চিন্তা গবেষণা করে এবং এগুলোর মর্যাদা দেয় তাদের জন্য এগুলো অবশ্যই বড় বড় নিদর্শন বটে। [তাফসীর ইবনে কাসীর]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী"। [সুরা হাদীদ ৫৭: ২৫] এতে আল্লাহ তা'আলা মানুষের জন্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকজা আবিস্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোনো শিল্প চলতে পারে না। [তাফসীরে কুরতুবী, তাফসীর ইবন কাসীর, ফাতহুল কাদীর]

লোহার বহুবিধ উপকারের মধ্যে একটি হল মাইক, যার দরুন আমরা সলাতের মধ্যে আল্লাহর বাণী পৌঁছে দিতে পারছি, যেসকল মানুষ শুনতে পারেনা তাদের কাছে।

সালমান আল ফারসী (রাঃ) খন্দকের যুদ্ধে রাসুল (ﷺ) কে পরিখা খননের ইঙ্গিত দিয়ে বলেছিলেন, "পারস্যে যখন আমাদেরকে অবরোধ করা হতো, তখন আমরা পার্শ্ববর্তী স্তানে পরিখা খনন করে নিতাম"। রাসুল (ﷺ) এই পরামর্শ (কাফফিরদের যুদ্ধের কৌশল) গ্রহণ করেছিলেন। [সীরাতে ইবনে হিশামঃ ২/২২৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তোমরা প্রস্তুত রাখ যথাসাধ্য শক্তি, সাজ সরঞ্জাম ও ঘোড়া, যাতে তোমরা ভীত-সন্ত্রস্ত করে রাখতে পার তোমাদের শত্রুদের এবং আল্লাহর শত্রুদের; আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন। [সূরা আনফালঃ ৬০]

উকবা ইবন আমির (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে মিম্বারের উপর আসীন অবস্থায় আমি বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী "এবং তোমরা তাদের মুকাবিলায় শক্তি প্রস্তুত করে রাখো"; "জেনে রাখো, এ শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা, জেনে রাখো শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা, জেনে রাখো শক্তি হচ্ছে নিক্ষেপ করা। [সহিহ মুসলিমঃ ৪৭৯৪ (ইফা)] রাসুল (ﷺ) এর সময় নিক্ষেপ করার মতো তীর, বর্শা ছিল। বর্তমান যুগের বন্দুক, মেশিনগান, তোপ, কামান, রকেট ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত; তাই তিনি (ﷺ) এখানে নিক্ষেপ শব্দটি কোন কিছুর উপর নির্দিষ্ট করেননি।

রাসূল (ﷺ) তায়েফবাসীদের প্রতি মিনজানিক (ক্ষেপণাস্ত্র) স্থাপন করেছেন। [তিরমিযীঃ ২৭৬২ (ইফা) এর তাহকীক, সাবিলুস সালাম: ৪/২৫৩১] 'হযরত উরওয়া ইবনে মাসউদ ও গায়লান ইবনে সালামা (রা) তায়েফ অবরোধে শরীক ছিলেন না। কারণ, তারা দু'জন তখন জারশ নামক মিনজানিক, দাব্বা ও দাবুর নামক তৎকালীন অত্যাধুনিক অস্ত্রের প্রশিক্ষণ ও তার প্রস্তুত প্রণালী শিখতে গিয়েছিলেন।' মিনজানিক ও তোপ সে যুগের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক কার্যকর অস্ত্র ছিল। যার দ্বারা তখন শত্র"র প্রতি বড় বড় প্রস্তরখন্ড (পরবর্তীতে আগুনের গোলা) নিক্ষেপ করা হত। দূর্গ ভাঙ্গার জন্যও এটি অনেক কাজে আসতো। [সীরাতে ইবনে হিশামঃ ২৮৯ পৃষ্ঠা (ই:সে), যাদুল মা'আদঃ খণ্ড: ২, পৃষ্ঠা: ৩৫২ (ইফা)]

রাসুল (ﷺ) বলেছেন; মালহামার (হযরত মাহাদীর সময়কালে বড় বড় যুদ্ধের) সময় আল্লাহ তা'আলা মাওয়ালীদের (মুক্ত দাসের) সমন্বয়ে গঠিত একটি সেনাবাহিনী পাঠাবেন। তারা হবে সমগ্র আরবে সর্বাধিক দক্ষ অশ্বারোহী এবং উন্নততর সমরাস্ত্রে সজ্জিত। আল্লাহ তা'আলা তাদের দ্বারা দ্বীন ইসলামের সাহায্য করবেন। [ইবনে মাজাহঃ ৪০৯০, তাখরীজ ফাযাইলুশ শামঃ ২৮]

সুতরাং রাসুল (ﷺ) নিজেই প্রযুক্তি ব্যবহার করেছেন এবং করতে বলেছেন। মাইক যেহেতু সে সময় আবিষ্কৃত হয় নি, তাই রাসুল (ﷺ) মাইক ব্যবহার করতে পারেন নি।

শিরক

শিরক শব্দমূলটি সংমিশ্রণ ও একত্রিকরণের অর্থ প্রকাশ করে। কোন বস্তুর অংশ বিশেষ যখন একজনের হবে, তখন এর অবশিষ্ট অংশ অপর এক বা একাধিক জনের হবে। যেমন আল্লাহ বলেন, أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ 'তবে কি আকাশমন্ডলীতে তাদের অংশীদারিত্ব রয়েছে'। [সূরা আহক্বাফঃ ৪]

ইবনু মানযুর বলেছেন, 'আশ-শিরকাতু' ও 'আশ-শারকাতু' الشركة و الشركة সমার্থবোধক দু'টি শব্দ। যার অর্থ হল, দু'শরীকের সংমিশ্রণ। তিনি আরো বলেন, 'ইশতারাকানা' إشتركنا 'আমরা শরীক হলাম' শব্দের অর্থ হল, 'তাশারাকানা' تشاركنا 'আমরা পরস্পর শরীক হলাম'। দু'জন শরীক হল আর পরস্পর শরীক হল বা একে অপরের সাথে শরীক হল কিংবা শরীক হওয়া এ সকল শব্দের অর্থ হল, 'আল-মুশারিক' المشارك বা অংশীদার। 'আশ-শিরকু' الشرك শব্দটিও শরীক করা ও শরীক হওয়ার মতই। এর বহুবচন হল 'ইশরাক' ও শুরাকা-উ' إشرك و شركاء 'সকল শরীকান বা অংশীদার'। [ইবনু মানজুর, লিসানুল আরব, الشرك শব্দমূল (১৮০৫ হিঃ), ১০/৪৪৮-৪৫০ পৃঃ]

আল-মুনজিদ নামক অভিধানে বলা হয়েছে, أشرك في أمره অর্থাৎ 'তার কাজে সে (অপর কাউকে) শরীক করে নিয়েছে'। أشرك با الله অর্থাৎ 'আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে'। আর যে তা করল সে মুশরিক হয়ে গেল। [আল-মুনজিদ (বৈরুত : দারুল মাশারিক, ২১ তম সংস্করণ, ১৯৭২ খ্রিঃ), পৃঃ ৩৮৪]

উপরোক্ত বর্ণনার আলোকে প্রমাণিত হয় যে, 'শিরক' শব্দটি মূলগতভাবেই মিশ্রণ ও মিলনের অর্থ প্রকাশ করে এবং এ মৌলিক অর্থটি এর সকল রূপান্তরিত শব্দের মধ্যে নিহিত থাকে। আর দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যকার অংশীদারিত্ব যেমন ইন্দ্রিয় অনুভূত বস্তুসমূহের মধ্যে হতে পারে, তেমনি তা কোন অর্থগত বা গুণগত বস্তুতেও হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর এবং তাঁর ইবাদাতে অন্য কোন কিছুকে শরীক করোনা। [সুরা নিসাঃ ৩৬] যারা একদিন লাত-উজ্জা প্রভৃতি দেব-দেবীর পূজা করতো, তারা কিন্তু এ বিশ্বাস করতো না যে এগুলো হল তাদের প্রভূ বা সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহ তা'আলা বলেন; "আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে; তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ। অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? [সূরা যুখরুফঃ ৮৭] বরং তারা বিশ্বাস করতো এগুলোর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে বা তাদেরকে অসীলা হিসাবে গ্রহণ করে তারা আল্লাহ নৈকট্য অর্জন করবে। তারা এটাও বিশ্বাস করতো না যে, এ সকল দেব-দেবী বৃষ্টি দান করে বা রিযিক দান করে। কুরআন বলে, "তারা আল্লাহর পরিবর্তে এমন বস্তুর ইবাদত করে, যা না তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে, না করতে পারে কোন উপকার। আর তারা বলে, এরা তো আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।' [সূরা ইউনুসঃ ১৮]

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, "কাজেই যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার মত যে সৃষ্টি করে না? তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? [সূরা নাহলঃ ১৭] অর্থাৎ যদি তোমরা এ কথা মানো (যেমন বাস্তবে মক্কার কাফেররাও এবং দুনিয়ার অন্যান্য মুশরিকরাও মানতো) যে, একমাত্র আল্লাহই সব কিছুর স্রষ্টা বরং এ বিশ্বজগতে তোমাদের উপস্থাপিত শরীকদের একজনও কোন কিছুই সৃষ্টি করেননি, তাহলে স্রষ্টার সৃষ্টি ব্যবস্থায় অস্রষ্টাদের মর্যাদা কেমন করে স্রষ্টার সমান হতে পারে? যদি তা না হয় তবে তাঁর ইবাদাত ব্যতীত অন্যের ইবাদাত কেন করা হবে? তিনিই তো তোমাদের সৃষ্টিকর্তা, রিযকদাতা, তাঁর সাথে এই যে মূর্তিগুলোর ইবাদাত করা হয় সেগুলোও তো সৃষ্ট। সেগুলো কোন কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। যারা সেগুলোর ইবাদাত করে তাদের জন্যও এরা সামান্যতম লাভ বা ক্ষতি বয়ে আনতে পারে না। [ফাতহুল কাদীর]

তারা মূর্তি পূজা করতো এবং বিশ্বাস করতো যে, এগুলো তাদের কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পারে এবং আল্লাহর নিকটবর্তী করতে পারে। তারা বলতো; "আমরা তো তাদের ইবাদত করি এ জন্য যে তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে"। [সূরা যুমার ৩৯: ৩] ইমাম কুরতুবী (রহ) বলেন, "কুফফাররা বিশ্বাস করতো যে, মূর্তিগুলো সুপারিশকারী এবং অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী"। [তাফসীরে কুরতুবী, সূরা বানী ইসরাঈলের ৬৭ নং আয়াতের তাফসীর]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যখন আমি ইবরাহীমকে কাবা ঘরের স্থান নির্ধারণ করে বলেছিলাম; আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করোনা। [সূরা হাজ্জঃ ২৬] আর এই কোন কিছু ছিল "মাটির তৈরি মূর্তি"। তারা আল্লাহর ইবাদাতের পাশাপাশি এগুলোরও পূজা করতো। এজন্যই আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে বলেন, "সুতরাং তোমরা দূরে থাক মূর্তিপূজা হতে। [সূরা হাজ্জঃ ৩০]

তারা এগুলোকে সিজদাহও করতো। মহান আল্লাহ বলেন, "তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও নয়; সিজদা কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদত কর'। [সূরা হা-মীম-সাজদাহঃ ৩৭] কাযী আয়াজ (রহ) বলেন, কোন মুসলমান কখনও আল্লাহকে ব্যতীত অন্য কাউকে সিজদা করতে পারে না। আর অন্য কাউকে সিজদা করাটা শুধু কাফেরের দ্বারাই হয়ে থাকে। যেমন মূর্তিকে সিজদা করা এবং চন্দ্র, সূর্য, অগ্নি ও ক্রুশকে সিজদা করা। যারা এগুলোকে সিজদা করে তারা প্রকাশ্য কুফরী করে। [আশ-শেফা ২/২৯১-২৯২]

সূর্য দ্বারা সময় (বর্তমানে ঘড়ি), চন্দ্র দ্বারা মাস (চন্দ্রকে খালি চোখে বা দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারাও দেখা হয়), তারা (বর্তমানে কম্পাস, জিপিএস) দ্বারা গথিপথ নির্ধারণ করার জ্ঞান আল্লাহ আমাদের দান করেছেন। [সূরা বাকারাহঃ ১৮৭, সূরা বানী ইসরাঈলঃ ৭৮, সূরা ইউনুসঃ ৫, সূরা নাহলঃ ১৬] অর্থাৎ এগুলোর সাহায্য নিয়ে আল্লাহর ইবাদাত করা হয়। মুশরিকরাও এসব বস্তু দ্বারা তাদের ইবাদাত করে। কিন্তু তারা এগুলোকে আল্লাহকে পাওয়ার মাধ্যম মনে করে, এগুলো তাদের কল্যাণ ও অকল্যাণ করতে পারে এই বিশ্বাস করে, এগুলোকে সম্মান করে, এগুলোর নামে তারা শপথ করে, এগুলোকে সিজদাহ করে। অর্থাৎ এগুলো তারা তাদের ইবাদাতে শরীক করে আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর গুণাবলী এগুলোর মধ্যে প্রয়োগ করে (নাউযুবিল্লাহ)। কিন্তু আমরা এগুলোকে শরীক করি আমাদের নিজেদের সাথে, আল্লাহর সাথে নয়।

তদ্রূপ জামাকাপড়, লাইট, ফ্যান, মাইক, জায়নামাজও আমাদের ইবাদাতে শরীক হয়। এগুলো ব্যবহার করা হয় আমাদের সুবিধার্থে। আমরা এগুলোকে আল্লাহকে পাওয়ার মাধ্যম মনে করিনা, এগুলো আমাদের কল্যান-অকল্যান

করতে পারে বলেও মনে করিনা এবং এগুলোর পূজাও করিনা, এগুলোর নামে শপথও করিনা, এগুলোকে সম্মানও করিনা, সিজদাহও করিনা, এতে আল্লাহর সিফাতও প্রয়োগ করিনা (আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন)। আমরা মাইক ব্যবহার করি মানুষের কানে কুরআনের আওয়াজ পৌছার জন্য, আল্লাহর কাছে নয়। আল্লাহ তা'আলা তো সবকিছু শুনেন ও দেখেন।

কসম

ইমাম আবু হানিফা (রহ) বলেন, "আমাদের উচ্চারিত কুরআন সৃষ্টি, লিখিত কুরআন সৃষ্টি, কিন্তু কুরআন নিজে সৃষ্ট নয়"। [ফিকহুল আকবারঃ মোল্লা আলী ক্বারী (রহ) এর মন্তব্যসহ, পৃষ্ঠা; ৯৩-৯৪]
ইমাম আল হাসাকাফী (রহ) বলেন, "কেউ যেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ না করে। যেমনঃ নাবী, কুরআন এবং ক্বাবা ইত্যাদির নামে। [রাদ্দ আল মুহতার আলা আল দুরারঃ ৩/৭১২]
ইমাম আল মাউসিলী (রহ) বলেন, "আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করলে তা গ্রহনীয় হবেনা। যেমনঃ নাবী, কুরআন এবং ক্বাবা ইত্যাদির নামে"। [আ'লা ইখতিয়ার লি তা'লিল মুখতারঃ ২/২৮০]

কুরআন শরীফের কসম বিদ'আত হলেও কেউ যদি বলে, আমি কুরআন শরীফের কসম করে বলছি, তাহলে এর দ্বারা কসম সংঘটিত হয়ে যাবে। এ শপথ ভঙ্গ করলে কাফফারাও ওয়াজিব হবে। আর যদি কসম শব্দ না বলে শুধু বলে যে, কুরআন শরীফ ছুঁয়ে কিংবা মাথায় নিয়ে বলছি, তবে এর দ্বারা কসম সংঘটিত হবে না। [ফাতহুল কাদীরঃ ৪/৩৫৬; ফাতাওয়া হিন্দিয়াঃ ২/৫৩; আদ দূররুল মুখতারঃ ৩/৭১৩; ইমদাদুল আহকামঃ ৩/৩৮]

ইমাম ইবনে কুদামাহ (রহ) বলেন: কসমের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যার নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং খুলাফায়ে রাশেদাহ (রা) ও তাঁদের বিচারকগণ যা করেছেন তার উপর এটা সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়ি, যার পশ্চাতে মজবুত ভিত্তি ও কোনো দলিল নেই। অতএব, ইবনে মাজিন কিংবা কারো কর্মের কারণে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও তার সাথীদের (রা) কর্ম কখনো ত্যাগ করা যায় না"। [আল-মুগনি: ১৯/২১৪] ইমাম কুরতুবি (রহ) বলেন: "ইবনুল আরাবী বলেছেন, কুরআনুল কারিমের উপর হাত রেখে কসম করা বিদআত, কোনো সাহাবী (রা) এরূপ করেননি"। [তাফসিরুল কুরতুবি: ৬/৩৫৪]

সাঈদ ইবনু আবূ উবাইদাহ (রহঃ) বলেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) এক ব্যক্তিকে এভাবে শপথ করতে শুনলেনঃ ''না! এ কা'বার শপথ।'' তখন ইবনু 'উমার (রাঃ) তাকে বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)কে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করে সে শিরক করলো। [আবু দাউদ: ৩২৩৬ (ইফা), তিরমিযী: ১৫৩৫ (ইফা)]

একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'উমার (রাঃ)কে একটি কাফেলার সাথে পেলেন। তখন তিনি তাঁর পিতার নামে শপথ করলে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন। কারো শপথ করার প্রয়োজন হলে সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে, অন্যথায় চুপ থাকে। [সহীহ বুখারীঃ ৫৫৬৫ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ১৪৪৬ (ইফা), আবু দাউদ: ৩২৩৪ (ইফা), তিরমিযী: ১৫৩৪ (ইফা)] নাবী (ﷺ) আরও বলেছেন, কারও হলফ করতে হলে সে যেন আল্লাহর নামেই হলফ করে, নতুবা চুপ করে থাকে। [সহীহ বুখারী: ২৫০০ (ইফা), সহীহ মুসলিম: ৪১১১ (ইফা)]

তাকবীরে তাহরীমা

তাকবীর বলা হয় "আল্লাহু আকবার" কে। তাহরীম অর্থ হারাম বা নিষেধাজ্ঞা। তাকবীরে তাহরীমা সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) বলেন, (সলাতে) তাকবীরে তাহরীমা (আল্লাহু আকবার) হল হারামকারী, আর সালাম হল হালালকারী। [আবু দাউদ: ৬১ (ইফা), তিরমিযী: ৩ (ইফা), ইবনে মাজাহ: ২৭৫] অর্থাৎ সলাতে তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা সবকিছু হারাম হয়ে যায়। ইবনে কুদামাহ (রহ) বলেন, "সলাতে যাবতীয় দুনিয়াবী কাজ, কথা বলা হারাম। [আল মুগনী: ২য় খন্ড, ২৩৬ পৃষ্ঠা] তবে রাসুল (ﷺ) এবং সাহাবীগণ (রা) প্রয়োজনে সলাতে কিছু কাজ করেছেন। যেমন: বাচ্চা কাঁধে নেওয়া [সহীহ মুসলিম: ১০৯৫ (ইফা)], সিজদার জায়গা ময়লা হলে একবার ফুঁ দেওয়া [সহীহ মুসলিম: ১১০৩ (ইফা)], প্রয়োজনে দুই-এক কদম হাঁটা [সহীহ মুসলিম: ১০৯৯ (ইফা)] বিষধর প্রাণী দেখলে হত্যা করা [আবু দাউদ: ৯২১ (ইফা), তিরমিযী: ৩৯০ (ইফা)] ইত্যাদি।

সলাতে মাইক দুনিয়াবী কাজে কিংবা অপ্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়না। বরং তা মুক্তাদির কানে আল্লাহর বানী পৌছে দিতে ব্যবহৃত হয়; যাতে মুক্তাদীগণ সলাতে মনোযোগী হতে পারেন। ইমাম মুসলিম (রহ) তাঁর “সহীহ মুসলিমে” “সলাত অধ্যায়ে” পরিচ্ছেদের নাম দিয়েছেন “কির’আত পাঠ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে” এবং এই আয়াতটি এনেছেন; “অতএব আমি যখন তা পাঠ করতে থাকি তখন তুমি তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাক। [সূরা আল কিয়ামাহঃ ১৮] আল্লাহ তা'আলা সলাতে খুশুখুযু (বিনয়, নম্র, মনোযোগী) অর্জন করতে বলেছেন। [সূরা মু'মিনুন: ২] ইমাম ইবনে কাসীর (রহ) বলেন, ‘খুশু হল; আল্লাহর ভয় এবং ধ্যান হতে সৃষ্ট স্থিরতা, গাম্ভীর্যতা ও নম্রতা। [তাফসীর ইবনে কাসির] আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, “(ধীরে, সুষ্ঠুভাবে কুরআন তিলাওয়াত করলে) তা যখন অন্তরে প্রবেশ করে, তখন তা হৃদয়ে বদ্ধমূল হয় এবং উপকারে আসে। [সহীহ বুখারীঃ ১৭৭৮ (ইফা)]

আল্লাহ তা’আলা বলেন, “আর যারা কাঁদতে কাঁদতে মুখ থুবড়ে (সিজদায়) পড়ে যায়, আর (কুরআন) তাদের ভয় ভীতি ও নম্রতাকে আরো বৃদ্ধি করে দেয়”। [বনী ইসরাঈলঃ ১০৯] "যারা তাদের রবকে ভয় করে, তাদের শরীর শিউরে ওঠে, তারপর তাদের দেহমন বিনম্র হয়ে আল্লাহর স্মরণে ঝুঁকে পড়ে।” [সূরা আয-যুমারঃ ২৩] ক্বাতাদা (রঃ) বলেন, "এতে আল্লাহর আওলিয়াগণের গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে; আল্লাহর ভয়ে তাঁদের অন্তর কম্পিত হয়, তাঁদের চক্ষু অশ্রুসিক্ত হয়ে যায় এবং আল্লাহর যিকর দ্বারা তাঁরা মনে শান্তি পান"। ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) বলেন, মু'মিনগণ কুরআন শ্রবণ করে আদব ও ভীতি, আশা ও মহব্বত এবং অনুধাবন ও উপলব্ধির সাথে ক্রন্দন করেন এবং সিজদায় লুটিয়ে পড়েন, কুরআন শ্রবণের সময় আদব ও বিনয় প্রকাশ করেন; যেমন সাহাবায়ে কিরামগণের বরকতময় অভ্যাস ছিল। যার ফলে তাঁদের দেহ শিউরে উঠত এবং তাঁদের অন্তর আল্লাহর প্রতি আসক্ত হয়ে যেত। [তাফসীর ইবনে কাসীর]

এজন্যই হুজায়ফা (রা) বলেন, ‘সর্বপ্রথম তোমরা সলাতের একাগ্রতা হারা হবে, সর্বশেষ হারাবে সলাত। অনেক নামাজীর ভেতর-ই কোনো কল্যাণ বিদ্যমান থাকবে না। হয়তো মসজিদে প্রবেশ করে একজন মাত্র নামাজীকেও সলাতে বিনয়ী, একাগ্রতা সম্পন্ন দেখবে না।’ [মাদারিজুস সালিকিনঃ ১/৫২১] উবাদা ইবনে সামিত (রা) বলেন, “তোমাদেরকে কি আমি এমন কিছু বলব যেটা হবে জ্ঞানের প্রথম অংশ যা লোকজনের কাছ থেকে তুলে নেওয়া হবে? তা হল ‘খুশু’ (বিনীতভাবে আত্মসমর্পণ)। এটা খুব শীঘ্রই বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং কোন মাসজিদে প্রবেশ করে কোন জামায়াতে লক্ষ্য করলে তুমি একজন ব্যক্তিও পাবে না যে ‘খুশু’ সহকারে আছে”। [তিরমিযীঃ ২৬৫৪ (ইফা)] রাসূল (ﷺ) বলেন,

ইমাম যখন ওয়ালাধ ধ....ল্লিন বলবে, তখন তোমরা 'আমীন' বলো। কেননা, যার এ (আমীন) বলা ফিরিশতাদের (আমীন) বলার সাথে একই সময়ে হয়, তার পূর্বের সব গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়। [সহীহ বুখারী: ৭৪৬ (ইফা)]

সুতরাং মাইক আমাদের সলাতে খুশুখুযু অর্জন, আমীন বলা ইত্যাদি আমল করতে সহায়তা করে। এখন যদি কেউ প্রশ্ন করে; তাহলে কি সাহাবীরা (রা), সালাফরা আমাদের চেয়ে কম আমল করেছে...??? আমরা কি তাঁদের (রা) চাইতে বেশি সওয়াব অর্জন করছি...???

"...(কিয়ামতের আগে মহাযুদ্ধের সময় মুসলিমদের) যে তৃতীয়াংশ মৃত্যুবরণ করবে তারা একেকজন বদর যুদ্ধে শাহাদাত বরণকারী দশজনের সমতুল্য হবে। বদর যুদ্ধের প্রত্যেক শহীদ কমপক্ষে সত্তর জনের জন্য সুপারিশ করবেন, আর উক্ত যুদ্ধের শহীদগন সাত শত জনের জন্য সুপারিশ করবেন। [নুয়াইম বিন হাম্মাদ (রহ), কিতাব আল ফিতান: ১২৫২]

রাসূল (ﷺ) বলেন, তোমাদের সামনে এরূপ যুগ আসছে, যখন ধৈর্য ধারণ করা জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ করে রাখার মতো কষ্টকর হবে। এ সময় যথার্থ কাজ সম্পদানকারীকে তার মতই পঞ্চাশজনের সমান পুরস্কার দেয়া হবে। অপর বর্ণনায় রয়েছেঃ তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তাকে কি সেই সময়কাল পঞ্চাশজনের সমান সওয়াব দেয়া হবে? তিনি (ﷺ) বললেনঃ তোমাদের মধ্যকার পঞ্চাশজনের সমান সওয়াব দেয়া হবে। [আবু দাউদঃ ৪২৯০ (ইফা), তিরমিযীঃ ৩০৫৮ (ইফা), ইবনে মাজাহঃ ৪০১৫, মিশকাতঃ ৫১৪৪, সিলসিলা সহীহাহঃ ৪৯৪, সহীহ ইবনু হিব্বানঃ ১৮৫০, হিদায়াতুর রুওয়াতঃ 4/৪৮৬] ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) বলেন; সওয়াব বেশি হওয়ার অর্থ এই নয় যে, তারা সাহাবীদের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী হবে। যদিও পুরষ্কারের পার্থক্য একই রকম কর্মে; তথাপি যারা রাসূল (ﷺ) কে (ঈমানের সাথে) দেখেছেন তাঁদের (রা) মর্যাদার সাথে অন্য কারও মর্যাদা মিলবে না। [ফাতহুল বারীঃ ৭/৭] তাছাড়া, রাসুল (ﷺ) বলেছেন; সর্বোত্তম প্রজন্ম হল আমার প্রজন্ম (সাহাবীগণ), তারপর তাদের পরের প্রজন্ম (তাবেঈনগণ), তারপর তাদের পরের প্রজন্ম (তাবে তাবেঈনগণ)। [সহীহ বুখারীঃ ৩৩৮৮ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৬৩৪৯ (ইফা)]

সলাতে কির'আত

আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আর স্বীয় সলাতের কিরাআত খুব উচ্চ স্বরেও পড়বে না এবং খুব ক্ষীণ স্বরেও পড়বে না, এ দুয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন কর"। [সূরা বানী ইসরাইলঃ ১১০]

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন; "সালাতে স্বর উঁচু করবেনা এবং অতিশয় ক্ষীণ ও করবেনা", এ আয়াতটি এমন সময় অবতীর্ণ হয় যখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মক্কায় অপ্রকাশ্যে অবস্থান করছিলেন। তিনি যখন তার সাহাবাদের নিয়ে সলাত আদায় করতেন তখন তিনি উচ্চস্বরে কুরআন পাঠ করতেন। মুশরিকরা তা শুনে কুরআনকে গালি দিত। আর গালি দিত যিনি তা অবতীর্ণ করেছেন ও যিনি তা নিয়ে এসেছেন। এজন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী (ﷺ) কে বলেছিলেন, "তুমি তোমার সলাতে উচ্চস্বরে কিরাআত পড়বে না, যাতে মুশরিকরা শুনে কুরআনকে গালি দেয়, এবং তা এত নিম্ন স্বরে ও পড়বে না, যাতে তোমার সাহাবীরা শুনতে না পায়, বরং এ দুয়ের মধ্যপথ অবলম্বন কর"। [সহীহ বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরা বানী ইসরাইল ১১০ নং আয়াতের তাফসীর, হাদিস: ৪৩৬৩ (ইফা)] সুতরাং আয়াতটি ছিল

নির্দিষ্ট সময়ের জন্য, যখন মক্কার কাফিররা ছিল শক্তিশালী আর মুসলিমরা ছিল দুর্বল। হুশাইম (রহ) ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, “রাসুল (ﷺ) যখন মক্কায় লুকিয়ে থাকতেন তখন এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। [মুসনাদে আহমাদ, তাফসীর ইবনে কাসীর]

যাহহাক (রহ) ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেন,

فَلَمَّا هَاجَرَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَة سَقَطَ هَذَا كُلّه , يَفْعَل الْآن أَيّ ذَلِكَ شَاءَ .

“রাসুল (ﷺ) যখন হিজরত করে মদীনা চলে গেলেন তখন এই সমস্যা দূর হল। তখন তিনি (স) যেমন ইচ্ছা তেমন পড়তে পারতেন”। [তাফসীর ইবনে কাসীর, তাফসীর আত তাবারীঃ ১৫/১২৩]

সাহাবী গুযাইফ বিন হারেস (রা) বলেন, একদা আমি আয়েশা (রাঃ)কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, ‘আল্লাহর রসূল (ﷺ) প্রথম রাতে নাপাকীর গোসল করতেন, নাকি শেষ রাতে?’ তিনি প্রত্যুত্তরে বললেন, ‘কোন রাতে তিনি প্রথম ভাগে গোসল করতেন, আবার কোন কোন রাতে শেষ ভাগে।’ আমি বললাম, ‘আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি (দ্বীনের) ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন।’ অতঃপর আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তিনি বিতরের নামায প্রথম রাত্রিতে পড়তেন, নাকি শেষ রাত্রিতে?’ তিনি বললেন, ‘কখনো তিনি প্রথম রাত্রিতে বিতর পড়তেন, আবার কখনো শেষ রাত্রিতে।’ আমি বললাম, ‘আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি (দ্বীনের) ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন।’ পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘তিনি (তাহাজ্জুদের নামাযে) সশব্দে কিরাআত পড়তেন, নাকি নিঃশব্দে?’ উত্তরে তিনি বললেন, ‘তিনি কখনো সশব্দে পড়তেন, আবার কখনো নিঃশব্দে।’ আমি বললাম, ‘আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি (দ্বীনের) ব্যাপারে প্রশস্ততা রেখেছেন”। [সহীহ মুসলিমঃ ৭৬৭ (ইফা), আবূ দাউদঃ ২২৬ (ইফা), নাসাঈঃ ২২৩। ইবনে মাজাহঃ ১৩৪৫, মিশকাতঃ ১২৬৩] তাই রাসুল (ﷺ) এর সুন্নাহ অনুযায়ী ফজর, মাগরিবের ১ম ২ রাকাত, ঈশার ১ম ২ রাকাত ফরজ সলাত, জুমু’আ, দুই ঈদের সলাতের কির’আত সশব্দে এবং যোহর, আসর, মাগরিবের শেষ, ঈশার শেষ ২ রাক’আত ফরজ সলাতের কির’আত নিঃশব্দে পড়া হয়।

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) বলেন, প্রত্যেক সলাতেই কিরাআত পড়তে হয়। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) যেসব সলাতে আমাদেরকে শুনিয়ে কিরাআত পড়েছেন, আমরাও তোমাদেরকে সেসব সলাতে সশব্দে কিরাআত পড়ে শুনাই। পক্ষান্তরে তিনি যেসব সলাতে নিঃশব্দে কিরাআত পড়েছেন, আমরাও তাতে নিঃশব্দে কিরাআত পড়ে থাকি। [সহীহ বুখারীঃ ৭৩৬ (ইফা), আবূ দাউদঃ ৭৯৭ (ইফা)]

তাছাড়া আয়িশাহ (রাঃ) বলেন; "আর স্বীয় সলাতের কিরাআত খুব উচ্চ স্বরেও পড়বে না এবং খুব ক্ষীণ স্বরেও পড়বে না", এ আয়াতটি দু‘আ সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। [সহীহ বুখারী, তাফসীর অধ্যায়, সূরা বানী ইসরাইল ১১০ নং আয়াতের তাফসীর, হাদিস: ৪৩৬৪ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৮৮৬ (ইফা)] ইবনে আব্বাস (রা), মুজাহিদ (রহ), সাঈদ ইবনে জুবায়ের (রা), আবু আইয়াজ (রহ), মাকহুল (রহ), উরওয়া ইবনে জুবায়ের (রহ), হাসান আল বাসরী (রহ) ও এই মত পোষণ করতেন। [তাফসীর ইবনে কাসীর] কেননা, সলাতের শাব্দিক অর্থ হল “দু’আ করা”। [আল-ক্বামূসুল মুহীত্ব; পৃঃ ১৬৮১]

আযান (الأذان)

‘আযান’ অর্থ, ঘোষণা ধ্বনি (الإعلام)। পারিভাষিক অর্থ, শরী‘আত নির্ধারিত আরবী বাক্য সমূহের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ে উচ্চকণ্ঠে সলাতে আহবান করাকে ‘আযান’ বলা হয়। ১ম হিজরী সনে আযানের প্রচলন হয়। [মির‘আত ২/৩৪৪-৩৪৫, ‘ছালাত’ অধ্যায়-৪, ‘আযান’ অনুচ্ছেদ-৪, মিশকাতঃ ৬৪১]

ইবনে উমর (রা.) বলতেন যে, মুসলমানগন যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন তাঁরা সালাতের সময় অনুমান করে সমবেত হতেন। এর জন্য কোন ঘোষণা দেওয়া হতো না। একদিন তাঁরা এ বিষয়ে আলোচনা করলেন। কয়েকজন সাহাবী বললেন, নাসারাদের ন্যায় নাকূস বাজানোর ব্যবস্থা করা হোক। আর কয়েকজন বললেন, ইয়াহূদীদের শিঙ্গার ন্যায় শিঙ্গা ফোকানোর ব্যবস্থা করা হোক। উমর (রা.) বললেন, সালাতের ঘোষণা দেওয়ার জন্য তোমরা কি একজন লোক পঠাতে পার না? তখন রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেনঃ হে বেলাল, উঠ এবং সালাতের জন্য ঘোষণা দাও। [সহীহ বুখারীঃ ৫৭৭ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৭২৩ (ইফা)] আরেক বর্ণনায় আগুন ও শংখ বাজানোর কথা রয়েছে। [সহীহ বুখারীঃ ৫৭৯ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৭২৫ (ইফা)] আরেক বর্ণনায় পতাকা উড়ানোর কথাও বলা হয়েছে। [আবু দাউদঃ ৪৯৮ (ইফা)]

আযান একটি ইবাদাত, যা দ্বারা ফরজ ইবাদাত “সলাতের” জন্য আহ্বান করা হয়। আগুন জ্বালিয়ে, শংখ বাজিয়ে, ঘণ্টা বাজিয়ে ইহুদী, খ্রিস্টান, মাজুসীরা ইবাদাত করে থাকে। তারা এগুলোর ইবাদাত করে এবং এগুলো তাদের ইবাদাতের অংশ হিসেবে মনে করে। তাই রাসুল (ﷺ) মুশরিকদের এসব পদ্ধতি বাদ দিয়ে আযানের জন্য উচ্চ কণ্ঠের সাহাবী হজরত বিলাল (রা) কে নির্বাচন করেছেন। মুহাম্মাদ ইবনু ‘আবদুল্লাহ ইবনু যাইদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন; যখন ভোর বেলা আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে এলাম। তাঁকে (আমার) স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেনঃ “এটা নিশ্চয়ই বাস্তব (সত্য) স্বপ্ন। তুমি বিলালকে সাথে নাও, কেননা তার কণ্ঠস্বর তোমার চেয়ে অধিক উচ্চ। তাকে বলে দাও যা তোমাকে বলা হয়েছে এবং এগুলো দিয়ে সে আযান দেবে।” যাইদ (রাঃ) বলেন, ‘উমার ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) যখন নামাযের জন্য বিলালের আযান শুনতে পেলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর উদ্দেশ্যে বের হলেন। তিনি নিজের চাদর টানতে টানতে এবং এই বলতে বলতে আসলেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহযোগে পাঠিয়েছেন! বিলাল যেমন বলেছে আমিন তেমনই স্বপ্নে দেখেছি।’ রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেনঃ ‘সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। [আবু দাউদঃ ৪৯৯ (ইফা), তিরমিযীঃ ১৮৯ (ইফা), মিশকাতঃ ৬৪১]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী (ﷺ) বলেন; যখন সলাতের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান সশব্দে বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালায় যাতে আযানের আওয়াজ না শোনে। আযান শেষ হলে সে আবার আসে। তারপর সলাতের জন্য ইকামত আরম্ভ হলে সে আবার পালায়। ইকামত বলা শেষ হলে পুনরায় উপস্থিত হয়ে মুসল্লীদের মনে খটকা সৃষ্টি করে এবং যে সকল বিষয় তার স্মরণ ছিল না সে সকল বিষয়ে সে বলতে থাকে, অমুক বিষয় স্মরণ কর, অমুক বিষয় স্মরণ কর। অবশেষে সে ব্যক্তি এরুপ হয়ে যায় যে, সে বলতে পারে না কত রাকাত সলাত আদায় করেছে। [সহীহ বুখারী: ৫৮১ (ইফা), সহীহ মুসলিম: ৭৪৫ (ইফা), আবু দাউদ: ৫১৬ (ইফা)] এজন্য দেখা যায় যখন আযান দেয় তখন কুকুর ডাকে, কারন কুকুর জিন, শয়তানদের দেখতে পায়। রাসুল (ﷺ) বলেছেন; “তোমরা রাতে যখন কুকুরের ঘেউ

ঘেউ শব্দ ও গাধার ডাক শুনবে, তখন তোমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাবে। কেননা, তারা যা দেখে, তোমরা তা দেখ না”। [আবু দাউদঃ ৫০১৫ (ইফা), মুসনাদে আহমাদঃ ১৪২৮৩]

আবদুল্লাহ্ ইবনে আবদুর রহমান আনসারী মাযিনী (রহ) থেকে বর্ণিত যে, আবূ সায়ীদ খুদরী (রা) তাঁকে বললেন, আমি দেখছি তুমি বকরী চরানো এবং বন-জঙ্গলকে ভালবাস। তাই তুমি যখন বকরী নিয়ে থাক বা বন-জঙ্গলে থাক এবং সলাতের জন্য আযান দাও, তখন উচ্ছকণ্ঠে আযান দাও। কেননা, জিন, ইনসান বা যে কোন বস্তুই যতদূর পর্যন্ত মুয়াযযিনের আওয়ায শুনবে, সে কিয়ামতের দিন তার পক্ষে সাক্ষ্য দিবে। আবূ সায়ীদ (রা.) বলেন, একথা আমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর কাছে শুনেছি। [সহীহ বুখারীঃ ৫৮২ (ইফা)] আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'মুওয়ায্যিনের আযানের ধ্বনি জিন ও ইনসান সহ যত প্রাণী শুনবে, ক্বিয়ামতের দিন সকলে তার জন্য সাক্ষ্য প্রদান করবে'। [সহীহ বুখারীঃ ৭৫৪৮, মিশকাতঃ ৬৫৬]

“মুওয়ায্যিনের আযান ধ্বনির শেষ সীমা পর্যন্ত সজীব ও নির্জীব সকল বস্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে ও সাক্ষ্য প্রদান করে। ঐ আযান শুনে যে ব্যক্তি ছালাতে যোগ দিবে, সে ২৫ ছালাতের সমপরিমাণ নেকী পাবে। মুওয়ায্যিনও উক্ত মুছল্লীর সমপরিমাণ নেকী পাবে এবং তার দুই আযানের মধ্যবর্তী সকল (ছগীরা) গুনাহ মাফ করা হবে”। [আবু দাউদঃ ৫১৫ (ইফা), নাসাঈঃ ৬৪৬, ইবনে মাজাহঃ ৭২৪, মিশকাতঃ ৬৬৭] এই পরিচ্ছেদের নাম “উচ্চস্বরে আযান দেওয়া সুন্নাহ”। সুতরাং বুঝা যায় যে, উচ্চস্বরে আযান দেওয়া কত ফযিলতময় এবং গুরুত্বপূর্ণ।

এখন কেউ যদি বলে মাইকের মধ্যে বৈদ্যুতিক আগুন আছে, এতে ফুঁক দেওয়া হয়, শি শি আওয়াজ হয়, যা রাসুল (ﷺ) এর নিষেধ করা ৩টি জিনিসের সাথে মিলে; তাহলে সে দ্বীনের কিছুই বুঝেনি এবং উসুলুদ দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ। রাসুল (ﷺ) জ্বরকে জাহান্নামের উত্তাপের সাথে তুলনা করেছেন। [সহীহ বুখারীঃ ৩০৩২ (ইফা)] তাহলে জ্বর হলে সে ইবাদাত করতে পারবেনা...??? কারন তার শরীরে আগুন আছে। প্রদ্বীপ জ্বালিয়ে, বৈদ্যুতিক বাতি জ্বালিয়ে ঘর মসজিদ আলোকিত করা হয়; তাহলে এগুলোও রাসুল (ﷺ) এর নিষেধকৃত জিনিসের সাথে মিলে যায়! এগুলোও কি বাদ দিব...!!!

মুশরিকরা আগুন, শিঙ্গা, ঘণ্টাকে তাদের ইবাদাতের অংশ এবং দেবতার অংশ মনে করে। তাই তারা এই প্রযুক্তির যুগেও তাদের গির্জা, মন্দিরে “ঘণ্টা, শঙ্খ, আগুন” ঠিকই ব্যবহার করে, এগুলোর বিকল্প হিসেবে মাইক ব্যবহার করেনা। কিন্তু আমরা এগুলো ইবাদাতের অংশ মনে করিনা। ঘণ্টার আওয়াজের সাথে কিভাবে মাইকের ঠুক ঠুক আওয়াজের মিল হতে পারে...!!! মাইকে ফুঁক দেওয়ার সাথে কিভাবে শঙ্খ এর আওয়াজের মিল হতে পারে...!!! এসব কাণ্ডজ্ঞানহীন বিবেকপ্রসূত চিন্তা নয় কি...??? আর মাইকে ঠুক, ঠুক করে, ফুঁক দিয়ে মাইক ঠিক আছে কিনা যাচাই করা হয়, যা ইবাদাত কিংবা আযানের অংশ নয়। বরং আযানে ঐ কালিমাগুলোই উচ্চারন করা হয়, যেগুলো রাসুল (ﷺ) শিখিয়েছেন।

আবূ বকর (রাঃ) এবং উমর (রাঃ)-এর সময় জুমু'আর দিন ইমাম যখন মিম্বরের উপর বসতেন, তখন প্রথম আযান দেওয়া হত। পরে যখন উসমান (রাঃ) খলীফা হলেন এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি 'যাওরা' থেকে তৃতীয় আযান (ইকামাতসহ ৩য়) বৃদ্ধি করেন। ইমাম বুখারী (রহ) বলেন, 'যাওরা' হল মদীনার অদূরে বাজারের একটি স্থান। [সহীহ বুখারীঃ ৮৬৬ (ইফা)] সুতরাং বুঝা যায় উসমান (রা) লোকজন বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে বাজারে একটি আযান বৃদ্ধি

করেন, যাতে বেশি মানুষের নিকট আযান পৌঁছে। অথচ রাসুল (ﷺ) এর সময় তা ছিলোনা। আর হানাফী ফিকহে একটি আযান মসজিদের ভেতর মিম্বরের সামনে দেওয়া হয়। [ফাতওয়ায়ে শামীঃ ১/২৫৭]

মসজিদের ভিতর আযান দেওয়া হারাম নয়। কেননা, হারাম-হালাল বিধান দেওয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ তা'আলার। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আল্লাহর ছাড়া কারও বিধান দেওয়ার ক্ষমতা নেই"। [সূরা ইউসুফঃ ৪০] কিন্তু আল্লাহ তা'আলা কিংবা রাসুল (ﷺ) মসজিদের ভিতর আযান দেওয়া হারাম করেন নি। তবে ফকীহগণ একে মাকরুহ বলেছেন এই কারণে যে; এতে মানুষ আযান শুনতে পাবেনা। ইকামতকে দ্বিতীয় আযান বলা হয়। মুল আযান বাহিরের মানুষকে আহ্বান করে আর ইকামত মসজিদের ভেতরের মুসল্লীদের আহ্বান করে। তাই মুল আযান মসজিদের বাহিরে দেওয়া হয় এবং ইকামাত ভিতরে দেওয়া হয়। মাইক ব্যবহারে যেহেতু বাহিরেও শোনা যায়, তাই মুয়াজ্জিন বাহিরে বা ভেতরে থাকা মুখ্য বিষয় নয়।

মহানবী (ﷺ) বলেন, "যখন সফরে থাকবে, তখন তোমরা আযান দিও এবং ইকামত দিও। আর তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করো।" [সহীহ বুখারীঃ ৬০০-৬০২ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ১৪০৯ (ইফা), মিশকাতঃ ৬৮২] তাছাড়া নবী (ﷺ) এবং সাহাবাগণ (রা) সফরে থাকলে সুবিধামত জায়গায় আযান দিয়ে নামায পড়েছেন। [সহীহ মুসলিমঃ ১৪৩৫ (ইফা)] মরুভূমিতে, বন-জঙ্গলে তো মসজিদ নেই। যেখানে মসজিদ নেই, সেখানে মসজিদের ভিতর-বাহিরের প্রশ্নই আসেনা। বস্তুতঃ আযানের উদ্দেশ্য হল মানুষকে সলাতের জন্য আহ্বান করা এবং সেই আহ্বান মানুষের কানে পৌছা। আহমাদ ইবন মুহাম্মাদ নাজ্জার গোত্রের এক মহিলা সাহাবী (রা) বলেন; মসজিদে নববীর নিকটবর্তী ঘরসমূহের মধ্যে আমার বাড়ী ছিল সুইচ্চ। হযরত বিলাল (রাঃ) সেখানে উঠে ফজরের আযান দিতেন। [আবু দাউদঃ ৫১৯ (ইফা)]

সৌদি আরবের ফতোয়া বোর্ডে বলা হয়েছে; "মাইকে আযান দিলে মসজিদের ভিতর সহ যেকোন স্থানে দাঁড়িয়ে আযান দেওয়া যাবে। আর মাইক না থাকলে মসজিদের বাইরে দাঁড়িয়ে আযান দিবে। যাতে করে মানুষের কাছে আযানের আওয়ায পৌঁছে"। [ফাতওয়া লাজনা দায়েমা, ফাতওয়া নং ৩৬৩০, ৪৩৩৫] সৌদি ফতোয়া বোর্ডের ফতোয়া মানে এই না যে, তারা যা বলবে সব ঠিক। এখানে সৌদি ফতোয়া এই কারনেই উল্লেখ করা যে, মক্কা, মদীনা, ইয়েমেনের আহলুস সুন্নাহর কোন আলেম এর বিরোধিতা করেন নি। আমেরিকাকে সাহায্য করা, ঘাঁটি করতে দেওয়া, সিনেমা হলের বৈধতা ইত্যাদি বিষয়ের বিরোধিতার জন্য অনেক আলেমকে তারা জেলে দিয়েছে। কিন্তু মাইক হালাল হওয়ার ব্যাপারে কেউ বিরোধিতা করে নি। আর মক্কা, মদীনা, ইয়েমেনের আলেমদের মর্যাদা সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

তিলাওয়াতে সিজদাহ

আতা ইবনে ইয়াসার বলেন, তিনি একবার যায়েদ ইবনে সাবিতকে সলাতে ইমামের পিছনে কিরাআত পড়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন। জবাবে যায়েদ ইবনে সাবিত বলেছিলেনঃ সলাতে ইমামের পিছনে কিরাআত প্রয়োজন নেই। তিনি এ কথাও বলেছেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহর (ﷺ) সামনে সূরা "ওয়ান্ নাজমে ইযা হাওয়া" পড়লেন। কিন্তু (সূরাটি শোনার পরও) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) সিজদা করলেন না। [সহীহ বুখারীঃ ১০১২ (ইফা) সহিহ মুসলিমঃ ১১৭৪ (ইফা)]

উমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি এক জুমু'আর দিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে সূরা নাহল তিলাওয়াত করেন। এত যখন সিজদাহর আয়াত এল, তখন তিনি মিম্বর থেকে নেমে সিজদাহর করলেন এবং লোকেরাও সিজ্দা করল। এভাবে

যখন পরবর্তী জুমু'আ এল, তখন তিনি সে সূরা পাঠ করেন। এতে যখন সিজদাহর আয়াত এল, তখন তিনি বললেন, হে লোক সকল! আমরা যখন সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করি, তখন যে সিজ্দা করবে সে ঠিকই করনে, যে সিজদাহর করবে না তার কোর গুনাহ নেই। তার বর্ণনায় (বর্ণনাকারী বলেন) আর উমর (রা) সিজদাহর করেন নি। নাফি' (রহ) ইবনে উমর (রা) থেকে আরো বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা সিজদাহ ফরয করেন নি, তবে আমরা ইচ্ছা করলে সিজদাহ করতে পারি। [সহিহ বুখারীঃ ১০১৬ (ইফা)] ইমরান ইবনু হুসায়ন (রা)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যে ব্যক্তি সাজদাহর আয়াত শুনল কিন্তু এর জন্য সে বসেনি (তার কি সাজদাহ্ দিতে হবে?) তিনি বললেন, তুমি কি মনে কর সে যদি তা শোনার জন্য বসতো (তা হলে কি) তাকে সাজদাহ্ করতে হত? [ইমাম বুখারী (রহ) বলেন] যেন তিনি তার জন্য সাজদাহ্ ওয়াজিব মনে করেন না। সালমান (ফারসী) (রা) বলেছেন, আমরা এ জন্য (সাজদাহর আয়াত শোনার জন্য) আসিনি। উসমান ইবনে আফফান (রা) বলেছেন, যে মনোযোগ সহকারে সিজদাহর আয়াত শুনে শুধু তার উপর সিজদাহ ওয়াজিব হয়। সায়িব ইবনে ইয়াজিদ (রহ) বক্তৃতায় সিজদাহর আয়াত শুনে সিজদাহ করতেন না। [সহীহ বুখারীঃ ৬৯২ নং পরিচ্ছেদ (ইফা)]

মাইকের আওয়াজ ও বক্তার আওয়াজ

যায়দ ইবনে সাবিত (রা) বলেন, ইয়ামামার যদ্ধে বহু লোক শহীদ হবার পর আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমাকে ডেকে পাঠালেন। এ সময় উমর (রা) ও তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। উমর (রা) আমার কাছে এসে বলেছেন, ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্তদের মধ্যে কারীদের সংখ্যা অনেক। আমি আশংকা করছি, এমনিভাবে যদি কারীগণ শহীদ হয়ে যান, তাহলে কুরআন শরীফের বহু অংশ হারিয়ে যাবে। অতএব আমি মনে করি যে, আপনি কুরআন সংকলনের নির্দেশ দিন। উত্তরে আমি উমর (রা) কে বললাম, যে কাজ আল্লাহর রাসূল করেন নি, সে কাজ তুমি কিভাবে করবে? উমর (রা) এর জবাবে বললেন, আল্লাহর কসম! এটা একটা উত্তম কাজ। উমরা (রা) এর কথাটি আমার কাছে বার বার বলতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ তা'আলা ও কাজের জন্য আমার বক্ষকে প্রশস্ত করে দিলেন এবং এ বিষয়ে উমর যা ভাল মনে করলেন আমিও তাই করলাম। যায় (রা) বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমাকে বললেন, তুমি একজন বুদ্ধিমান যুবক। তোমার ব্যাপারে আমার কোন সংশয় নেই। অধিকন্তু তুমি রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) এর ওহীর লেখক ছিলে। সুতরাং তুমি কুরআন শরীফের অংশগুলোকে তালাশ করে একত্রিত কর। আল্লাহর শপথ! তারা যদি আমাকে একটি পাহাড় এক স্থান হতে অন্যত্র সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিত, তাহলেও তা আমার কাছে কুরআন সংকলনের নির্দেশের চাইতে কঠিন বলে মনে হত না। আমি বললাম, যে কাজ রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) করেননি, আপনারা সে কাজ কিভাবে করবেন? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম! এটা একটা কল্যাণকর কাজ। এ কথাটি আবু বকর সিদ্দীক (রা) আমার কাছে বার বার বলতে থাকেন, অবশেষে আল্লাহ আমার বক্ষকে প্রশস্ত ও প্রসন্ন করে দিলেন সে কাজের জন্য, যে কাজের জন্য তিনি আবু বকর এবং উমার (রা) এর বক্ষকে প্রশস্ত ও প্রসন্ন করে দিয়েছিলেন। এরপর আমি কুরআন অনুসন্ধান কাজে আত্মনিয়োগ করলাম এবং খেজুর পাতা, প্রস্তরখন্ড ও মানুষের বক্ষ থেকে আমি তা সংগ্রহ করতে থাকলাম। এমনকি আমি সূরা তওবার শেষাংশ আবু খুযায়মা আনসারী (রা) থেকে সংগ্রহ করলাম। এ অংশটুকু তিনি ব্যতীত আর কারো কাছে আমি পাইনি। আয়াতগুলো হচ্ছে; তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের কাছে এক রাসূল এসেছে। তোমাদেরকে যা বিপন্ন করে তা তাঁর জন্য কষ্টদায়ক। সে তোমাদের মঙ্গলকামী, মু'মিনদের প্রতি সে দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু। এরপর তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তুমি বলো, আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট, তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নাই। আমি

তাঁরই উপর নির্ভর করি করি এবং তিনি মহান আরশের অধিপতি (১২৮-১২৯)। তারপর সংকলিত সহীফাসমূহ মৃত্যু পর্যন্ত আবু বকর (রা) এর কাছে সংরক্ষিত ছিলাম। তাঁর মৃত্যুর পর তা উমার (রা) এর কাছে সংরক্ষিত ছিল, যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন। এরপর তা উমার তনয়া হাফসা (রা) এর কাছে সংরক্ষিত ছিল। [সহীহ বুখারীঃ ৪৬২১ (ইফা)]

হরকত (যের, যবর ও পেশ) সর্বপ্রথম হযরত আবুল আসওয়াদ দুয়ালী (রহ) আবিষ্কার করেন। কিন্তু হরকতের রূপ এখন যেমন দেখা যায় তেমন ছিল না। তখন ছিল ফোঁটার মতো। যবরের জন্য উপরে এক ফোঁটা দেওয়া হতো, যেরের জন্য নিচে এক ফোঁটা আর পেশের জন্য সামনে এক ফোঁটা দেওয়া হতো। তানভীনের জন্য দুই ফোঁটা ব্যবহৃত হত। এরপর খলীল বিন আহমদ (রহ) হামযাহ ও তাশদীদের বর্তমান রূপটি আবিষ্কার করেন। এরপর হাজ্জাজ বিন ইউসুফ ৬৮১ সালে ইয়াহইয়া বিন ইয়ামার (রহ) ও নাসর বিন আসেম (রহ) এর মাধ্যমে কুরআনে কারীমে হরফসমূহে নুকতা লাগানোর ব্যবস্থা করেন। এই সময়ই মূলত নুকতা ও হরকতের পার্থক্যের উদ্দেশ্যে হরকতের বর্তমান রূপটি অবলম্বন করা হয়। [আল ইতকানঃ ২/৪১৯; সুবহুল আ'শাঃ ৩/১৬০-১৬১; আল-বুরহানঃ ১/২৫০; উলূমুল কোরআনঃ পৃ. ১৯৫] এর ফলে আরব ও অনারবদের নিকট কুরআন তিলাওয়াত সুবিধা হয়।

এখন কেউ যদি বলে, এই কুরআন রাসুল (ﷺ) এর কুরআন নয়। কেননা, রাসুল (ﷺ) কুরআন এভাবে সংকলিত করেন নি, তাতে হরকত ছিলোনা। একথা কি গ্রহণযোগ্য হবে...??? কখনোই না। তবে কেউ যদি এই সংকলিত কুরআনে কোন হরফ, আয়াত সংযোজন করে বা বাদ দেয়; তখন অন্য কথা। কারন এতে কুরআনের বিকৃতি হবে, অর্থ পরিবর্তন হয়ে যাবে। কিন্তু কুরআন সংকলনে কিংবা হরকত সংযোজনে কুরআনের বিকৃতি বা অর্থের পরিবর্তন হয়না। বরং মানুষের সুবিধা হয়। এজন্যই আবু বকর (রা) এবং উমার (রা) কুরআন সংকলনের জন্য বলেছিলেন, "এটা একটা কল্যাণকর কাজ"। তদ্রূপ মাইক ব্যবহারেও কুরআনের বিকৃতি হয়না কিংবা অর্থের পরিবর্তন হয়না। কেননা, বক্তা যা বলেন তার বাইরে মাইক কিছু বাড়াতেও পারেনা, কমাতেও পারেনা। কেউ যদি বলে মাঝে মধ্যে মাইকে সমস্যা হলে বিভিন্ন আওয়াজ করে, ফলে কুরআনের বিকৃতি হয়!!! আমরা কুরআন তিলাওয়াতের সময় মাঝেমধ্যে হাঁচি, কাশি দিই; তাহলে কি কুরআনের অর্থের পরিবর্তন হয়ে যায়...???

বস্তুতঃ এসব হল অহেতুক বিভ্রান্তিমূলক কথা, যেমনটি বানী ইসরাঈলীরা বলত। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "যখন মূসা স্বীয় কওমকে বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে একটা গাভী যবেহ করতে বলেছেন। তারা বলল, আপনি কি আমাদের সাথে উপহাস করছেন? তিনি বললেন, জাহিলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। তারা বলল, তাহ'লে আপনি আপনার পালনকর্তার নিকটে আমাদের জন্য প্রার্থনা করুন, যেন তিনি বলে দেন, গাভীটি কেমন হবে? তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন গাভীটি এমন হবে, যা না বুড়ী না বকনা, বরং দু'য়ের মাঝামাঝি বয়সের হবে। এখন তোমাদের যা আদেশ করা হয়েছে, তা সেরে ফেল। তারা বলল, আপনার প্রভুর নিকটে আমাদের পক্ষ থেকে প্রার্থনা করুন যে, গাভীটির রং কেমন হবে। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, গাভীটি হবে চকচকে গাঢ় পীত বর্ণের, যা দর্শকদের চক্ষু শীতল করবে। লোকেরা আবার বলল, আপনি আপনার প্রভুর নিকটে আমাদের পক্ষে প্রার্থনা করুন, যাতে তিনি বলে দেন যে, গাভীটি কিরূপ হবে। কেননা একই রংয়ের সাদৃশ্যপূর্ণ গাভী অনেক রয়েছে। আল্লাহ চাহে তো এবার আমরা অবশ্যই সঠিক দিশা পেয়ে যাব। তিনি বললেন, আল্লাহ বলেছেন, সে গাভীটি এমন হবে, যে কখনো ভূমি কর্ষণ বা পানি সেচনের শ্রমে অভ্যস্ত নয়, সুঠামদেহী ও খুঁৎহীন। তারা বলল, এতক্ষণে আপনি সঠিক তথ্য এনেছেন। অতঃপর তারা সেটা যবেহ করল। অথচ তারা (মনের থেকে) তা যবেহ করতে চাচ্ছিল না"। [সূরা বাক্বারাহঃ ৬৭-৭১]

আমরা ১ মাইল দূর থেকেও বক্তার আওয়াজ শুনে চিনতে পারি এটি অমুকের কণ্ঠ। বক্তা যা বলে মাইক তার চেয়ে বেশি কিংবা কম যেমন করতে পারেনা, তেমনি বক্তার কণ্ঠও পরিবর্তন করতে পারেনা। কেবল বক্তার আওয়াজ বড় করে মাত্র। ইবাদাতে মাইক ব্যবহার বরং একটা কল্যাণকর কাজ।

আগুন ও নূর

"নুরের উপর নুর! আল্লাহ যাকে চান হেদায়াত করেন তাঁর নুরের দিকে। [সুরা-নুরঃ ৩৫] ইসমাঈল হাক্কী বলেন, "নুর আর আগুন পরস্পর বিপরীতধর্মী। নুরের কাজ হল আল্লাহর একত্ব মেনে নেওয়া এবং আনুগত্য করা আর আগুনের কাজ হল শিরক করা এবং ইনকার করা"। [তাফসিরে রুহুল বয়ান, ৫ম খণ্ড, সুরা-মারিয়াম, পাতা-৩৫৯, বৈরুত, লেবানন] ইসমাঈল হাক্কী আহলুস সুন্নাহর আলেম নয় (আমরা তাকে আহলুস সুন্নাহর আলেম মনে করিনা)। আর এই তাফসীর কুরআন, সুন্নাহ বিরোধী।

পৃথিবীর সকল প্রাণী, বস্তু মহান আল্লাহর ইবাদাত করে, আল্লাহকে সিজদা করে। মহান আল্লাহ বলেন, "আসমান ও জমিনে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর মহিমা ঘোষণা করে"। [সূরা হাদীদঃ ১, সূরা হাদীদঃ ১, সূরা আস সফঃ ১, সূরা তাগাবুনঃ ১] "আকাশ মন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আল্লাহকেই সিজদাহ করে এবং তাদের ছায়াগুলিও সকালে ও সন্ধ্যায়'। [সূরা রা'দঃ ১৫] তিনি অন্যত্র বলেন, 'আল্লাহকেই সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশমন্ডলীতে ও পৃথিবীতে জীব-জন্তু এবং ফেরেশতাগণও। আর তারা অহংকার করে না'। [সূরা নাহলঃ ৪৯]

সুতরাং আগুন, পানি, মাটি, বাতাস, গাছপালা, জীবজন্তু, সবকিছুই আল্লাহর ইবাদাত করে। আর এগুলো আল্লাহ তা'আলা আমাদের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তিনিই সে সত্ত্বা, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য যা কিছু জমিনে রয়েছে সমস্ত"। [সূরা বাকারাহঃ ২৯]

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ফেরেশতাগণকে সৃষ্টি করা হয়েছে নূর থেকে, আর জীন সম্প্রদায়কে সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়াবিহিন আগুনের শিখা হতে এবং আদম (আলাইহিস সালাম) কে সৃষ্টি করা হয়েছে তোমাদের নিকট বর্ণিত বস্তু (মাটি) হতে। [সহীহ মুসলিমঃ ৭২২৫ (ইফা)] আল্লাহ তা'আলা বলেন, "আমি জ্বিন এবং মানুষকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য। [সূরা যারিয়াত ৫৬]

আল্লাহ তা'আলা রাসুল (ﷺ)কে বলেন, "বলো, আমাকে ওয়াহীর মাধ্যমে অবগত করা হয়েছে যে, জিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে (কুরআন) শুনেছে, অতঃপর তারা বলেছে; 'আমরা এক অতীব আশ্চর্যজনক কুরআন শুনেছি। তা কল্যাণের পথের দিকে হিদায়াত দান করে। এজন্য আমরা এর উপর ঈমান এনেছি। আমরা আর কখনো আমাদের প্রতিপালকের সাথে কাউকে শরীক করব না"। [সূরাহ জিনঃ ১-২]

জিন আগুনের তৈরি। জিন এবং আগুন উভয়েই আল্লাহর ইবাদাত করে। তাহলে কিভাবে আগুনের কাজ শুধু শিরক করা হতে পারে...??? এমনকি জিন সম্প্রদায়ের মধ্যে আগুনের তৈরি ইবলিশ শয়তান পর্যন্ত শিরক করেনি!!! একমাত্র জিন এবং মানুষ শিরক করে, আর সকল কিছু আল্লাহর ইবাদাত করে শিরকমুক্ত।

এবার মুল কথায় আসি। “নুরের উপর নুর! আল্লাহ যাকে চান হেদায়াত করেন তাঁর নুরের দিকে”। [সুরা-নুরঃ ৩৫] এই আয়াতটি সম্পূর্ণ নয়। এখানে আসল কথা বাদ দেওয়া হয়েছে। যা বাদ দেওয়া হয়েছে তাতেই এর উত্তর আছে। সম্পূর্ণ আয়াতটি হল, “আল্লাহ আসমান এবং জমিনের আলো। তাঁর আলোর দৃষ্টান্ত হল যেন একটি তাক, যার ভিতরে আছে একটি প্রদীপ, প্রদীপটি হচ্ছে কাঁচের ভিতরে। কাঁচটি যেন একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র, যা প্রজ্বলিত করা হয় বরকতময় জয়তুন গাছের তেল দ্বারা যা পূর্বদেশীয়ও নয় আর পশ্চিমদেশীয়ও নয়। আগুন তাকে স্পর্শ না করলেও তাঁর তেল যেন উজ্জলের বেশ নিকটবর্তী; নুরের উপর নুর! আল্লাহ যাকে চান হেদায়াত করেন তাঁর নুরের দিকে”। [সূরা নুরঃ ৩৫] এখানে আল্লাহ তা'আলা আগুনের আলো দিয়েই নূরের উপর নূরের উপমা দিয়েছেন। আর তারা আল্লাহর কিতাবের তাহরীফ (বিকৃতি) ও তা'ওয়ীল (অপব্যাখ্যা) করেছে (আল্লাহ আমাদের হিফাযত করুন)।

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي

রাসুল (ﷺ) বলেছেন, “তোমরা সলাত আদায় কর সেভাবে, যেভাবে আমাকে আদায় করতে দেখেছ”। [সহীহ বুখারীঃ ৬০৩ (ইফা), মিশকাতঃ ৬৮৩] এই হাদিসে রাসুল (ﷺ) এর মত সলাত আদায় করা বলতে সলাতের পদ্ধতির কথা বুঝানো হয়েছে। যেভাবে জিবরীল (আঃ) রাসুল (ﷺ) কে সলাত আদায় করতে শিখিয়েছেন;

উমর ইবনু আবদুল আযীয (রহঃ) তাঁর খিলাফতকালের (একটি ঘটনা) বর্ণনা করেছেন যে, মুগীরা ইবনু শুবা (রাঃ) কুফার আমীর থাকা কালে তিনি (একদা) আসরের সলাত আদায় করতে বিলম্ব করে ফেললে যায়েদ ইবনু হাসানের দাদা বদরী সাহাবী আবূ মাসউদ উতবা ইবনু আমর আনসারী (রাঃ) তাঁর নিকট গিয়ে বললেন, আপনিতো জানেন যে, জিবরীল (আঃ) এসে সলাত আদায় করলেন। রাসূল (ﷺ) (তাঁর সাথে) পাঁচ ওয়াক্ত সলাত আদায় করলেন। জিবরীল (আঃ) বলেন, আপনি এভাবেই সলাত আদায় করানোর জন্য আদিষ্ট হয়েছেন। [সহীহ বুখারীঃ ৩৭১৭ (ইফা)]

আবূ সুলাইমান মালিক ইবনু হুওয়ায়রিস (রা) বলেন; আমরা কয়জন নাবী (ﷺ) এর নিকটে আসলাম। তখন আমরা ছিলাম প্রায় সমবয়সী যুবক। বিশ দিন তাঁর কাছে আমরা থাকলাম। তিনি বুঝতে পারলেন, আমরা আমাদের পরিবারের নিকট প্রত্যাবর্তন করার জন্য উদগ্রীব হয়ে পড়েছি। যাদের আমরা বাড়িতে রেখে এসেছি তাদের ব্যাপারে তিনি আমাদের কাছে জিজ্ঞেস করলেন। আমরা তা তাঁকে জানালাম। তিনি ছিলেন কোমল হৃদয় ও দয়ার্দ্র। তাই তিনি বললেনঃ তোমরা তোমাদের পরিজনের নিকট ফিরে যাও। তাদের (কুরআন) শিক্ষা দাও, সৎ কাজের আদেশ কর এবং যে ভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ ঠিক সেভাবে সলাত আদায় কর। সলাতের ওয়াক্ত হলে, তোমাদের একজন আযান দেবে এবং যে তোমাদের মধ্যে বড় সে ইমামাত করবে। [সহীহ বুখারীঃ ৫৫৮৩, ৬৭৫২ (ইফা)]

হুযায়ফা (রা) এক ব্যক্তিকে দেখলেন, সে রুকু ও সিজদাহ পূর্ণরূপে আদায় করছে না। সে যখন সলাত শেষ করল, তখন হুযায়ফা (রা) তাকে বললেন, তুমি তো সলাত আদায় করো নি। আবু ওয়াইল (রহ) বলেন, আমার মনে হয় তিনি এও বলেছিলেন যে, এভাবে সলাত আদায় করে যদি তুমি মারা যাও, তাহলে মুহাম্মাদের (ﷺ) তরিকা থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবে। [সহীহ বুখারীঃ ৭৭১ (ইফা)]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। এক ব্যাক্তি মসজিদে প্রবেশ করল। তখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মসজিদের একপার্শ্বে উপবিষ্ট ছিলেন। সে সলাত আদায় করে এসে তাকে সালাম করন। নাবী (ﷺ) বললেনঃ ওয়া আলাইকাস সালাম;

তুমি ফিরে যাও এবং সলাত আদায় কর। কেননা তুমি সলাত আদায় কর নি। সে ফিরে গিয়ে সলাত আদায় করে এসে আবার সালাম করল। তিনি বলেনঃ ওয়া আলাইকাস সালাম তুমি ফিরে যাও এবং সলাত আদায় কর। কেননা তুমি সলাত আদায় কর নি। সে ফিরে গিয়ে সলাত আদায় করে তাকে সালাম করল। তখন সে দ্বিতীয় বারের সময় অথবা তার পরের বারে বললঃ ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আমাকে সলাত শিখিয়ে দিন।

তিনি (ﷺ) বললেনঃ যখন তুমি সলাতে দাঁড়াবার ইচ্ছা করবে, তখন প্রথমে তুমি যথাবিধি উযূ করবে। তারপর কিবলামুখী দাঁড়িয়ে তাকবীর বলবে। তারপর কুরআন থেকে যে অংশ তোমার পক্ষে সহজ হবে তা তিলাওয়াত করবে। তারপর তুমি রুকু করবে প্রশান্তভাবে। তারপর মাথা তুলে ঠিক সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর তুমি সিজদা করবে প্রশান্তভাবে। তারপর মাথা তুলে বসবে প্রশান্তভাবে। তারপর সিজদা করবে প্রশান্তভাবে। তারপর আবার মাথা তুলে বসবে প্রশান্তভাবে। তারপর ঠিক এভাবেই তোমার সলাত এর সকল কাজ সম্পন্ন করবে। আবূ উসামা বলেন, এমনকি শেষে তুমি সোজা হয়ে দাঁড়াবে। [সহীহ বুখারীঃ ৫৮১৭, ৬২১২ (ইফা)]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ) কোন এক মসজিদে সলাত আদায়কালে লক্ষ করেছিলেন, অনেক মুসল্লী ইমামের পূর্বেই রুকু ও সিজদাহ করে। তখন তিনি বলেছিলেন, “তুমি যদি (বাগদাদের) একশত মসজিদেও সলাত আদায় কর, তবুও তুমি কোন মসজিদে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও সাহাবায়ে কেরামের (রা) সলাত দেখতে পাবে না। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং তোমাদের নিজেদের সলাত ও তোমাদের সাথীদের সলাতের প্রতি দৃষ্টি দাও। [তাবাকাতুল হানাবিলাঃ ১/৩৫২]

সুতরাং বুঝা যায় হাদিসে সলাত আদায়ের পদ্ধতি বুঝানো হয়েছে, যেমন; সলাতের সময়, রুকু, সিজদাহ ইত্যাদির নিয়ম সম্পর্কে। আর মাইক হচ্ছে উপকরণ, জামা-কাপড়, ফ্যান, লাইটের মতো। লাইট, ফ্যান ব্যবহারে যেমন সলাতের কোন পরিবর্তন হয় না, তেমনি মাইক ব্যবহারেও কোন পরিবর্তন হয় না। কেবল ইমামের আওয়াজ বড় করা হয়, যাতে মুসল্লীদের কাছে কুরআনের আওয়াজ পৌঁছে। আর নিত্য-নতুন উপকরণ যা ইবাদাতের ক্ষেত্রে ব্যবহারে সুবিধা হয়, তার ব্যবহার স্বয়ং রাসুলই (ﷺ) করেছেন এবং করতে বলেছেন, যা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুকাব্বির

মুকাব্বির হল, মুসল্লী বেশি হওয়ার দরুন যিনি ইমামের তাকবীর মানুষের কাছে যিনি পৌঁছে দেন। কিন্তু তিনি ইমামের মতো কির'আত তিলাওয়াত করতে পারেন না। অর্থাৎ মুকাব্বির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হন। মাইক ব্যবহারে মুকাব্বিরের দরকার হয় না। মাইককে মুকাব্বিরের সাথে তুলনা করা, দুর্বল মস্তিস্কের চিন্তা-ভাবনা। কেননা, মাইককে কেউ মুকাব্বির বলে না। মুকাব্বির কেবল তাকবীর দেন, কির'আত তিলাওয়াত করতে পারেন না।

হাফসা বিনত সীরীন (রাঃ) বলেন, আমরা ঈদের দিন আমাদের যুবতীদের বের হতে নিষেধ করতাম। একবার জনৈক মহিলা এলেন এবং বনু খালাফের প্রাসাদে অবস্থান করলেন। আমি তার নিকট গেলে বললেন, তার ভগ্নিপতি নাবী (ﷺ) এর সাথে বারটি যুদ্ধে অংশগ্রহন করেছেন, এর মধ্যে ছয়টি যুদ্ধে স্বয়ং তার বোনও স্বামীর সাথে অংশগ্রহন করেছেন। (মহিলা বলেন) আমার বোন বলেছেন, আমরা রুগ্নদের সেবা করতাম, আহতদের সেবা করতাম। একবার তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি আমাদের কারো ওড়না না থাকে, তখন কি সে বের হবে? নাবী (ﷺ)

বললেন, এ অবস্থায় তার বান্ধবী যেন তাকে নিজ ওড়না পরিধান করতে দেয় এবং এভাবে মহিলাগণ যেন কল্যানকর কাজে ও মমিনদের দুআয় অংশগ্রহন করেন।

হাফসা (রাঃ) বলেন, যখন উম্মে আতিয়া (রাঃ) এলেন, তখন আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনি কি এসব ব্যাপারে কিছু শুনছেন? তিনি বললেন হ্যাঁ, হাফসা (রহঃ) বলেন, আমার পিতা, রাসূল (ﷺ) এর জন্য উৎসর্গিত হোক এবং তিনি যখনই নাবী (ﷺ) এর নাম উল্লেখ করতেন, তখনই এ কথা বলতেন। তাবুতে অবস্থানকারিণী যুবতীগণ এবং ঋতুমতী মহিলাগণ যেন বের হন। তবে ঋতুমতী মহিলাগণ যেন সলাত এর স্থান থেকে সরে থাকেন। তারা সকলেই যেন কল্যানকর কাজে ও মুমিনদের দু'আয় অংশগ্রহন করেন। হাফসা (রহঃ) বলেন, আমি তাকে বললাম ঋতুমতী মহিলাগণও? তিনি বললেন, হ্যাঁ ঋতুমতী মহিলা কি আরাফাত এবং অন্যান্য স্থানে উপস্থিত হয় না? [সহীহ বুখারীঃ ৯২৮ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ১৯২৯ (ইফা)]

হাদিসে বলা হচ্ছে, যে মহিলার ওড়না থাকবে না, সে যেন আরেকজন থেকে ধার করে নেয়। কিন্তু যার আছে, তার ধার করার কি কোন প্রয়োজন আছে? মুকাব্বির প্রয়োজনে ব্যবহৃত হন। কিন্তু প্রয়োজন না থাকলে কেন মুকাব্বির দিতে হবে? যে মাসজিদে মাইক নেই সেখানে মুকাব্বিরের প্রয়োজন আছে। মাইক ব্যবহার করলে মুকাব্বিরের কোন প্রয়োজন থাকে না। কেননা, মাইক ব্যবহারের ফলে মুক্তাদীগণ ইমামকে সরাসরি শুনতে পান। ফ্যান ব্যবহারে আমরা বাতাস পাই, লাইট ব্যবহারে আলো পাই; ঠিক তদ্রূপ মাইক ব্যবহারে ইমামের আওয়াজ বড় করে শুনতে পাই।

উল্লেখ্য; বাজারে বা অন্য কোথাও উচ্চ আওয়াজে মাইকে কুরআন বাজিয়ে রাখা, রাতে মানুষকে ঘুমের কষ্ট দিয়ে ওয়াজ, মাহফিল করা গুনাহের কাজ। এরুপ কাজ করাকে রাসুল (ﷺ), সাহাবীগণ (রা) কিংবা কোন সালাফ (রহ) অনুমোদন দেন নি। রাসুল (ﷺ) বলেন, সত্যিকার মুসলিম সে, যার হাত ও মুখ থেকে অন্যান্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। [সহীহ বুখারীঃ ৯, ৬০৪০ (ইফা), সহীহ মুসলিমঃ ৬৮-৭৩ (ইফা)]

অতএব, সত্য সন্ধানীদের নিকট উপরের বিষয়গুলো পড়ে এই ধারণা পরিষ্কার হবে যে, "ইবাদাতে মাইক ব্যবহারে কোনও সমস্যা নেই, বরং এটি একটি কল্যাণকর কাজ এবং আল্লাহর নি'আমত"। অতএব, সত্য সুস্পষ্ট; যদি একটি বিশুদ্ধ অন্তর থাকে যা আল্লাহকে ভয় করে এবং সত্য গ্রহণ করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে ঈমানদারগন! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে ন্যায় অন্যায় পার্থক্য করার একটি মানদণ্ড দান করবেন। আর তোমাদের দোষত্রুটি তোমাদের হতে দূর করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন; আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল ও মঙ্গলময়। [সূরা আনফালঃ ২৯]